হস্তান্তরিত ফেরীঘাটের ইজারা ও ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভূত আয় বন্টন সম্পর্কে

নীতিমালা

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

তারিখ ঃ ১৯-০৪-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ / ০৬-০১-১৪১০ বঙ্গাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রজেই-২ শাখা

স্মারক নং প্রজেই-২/ফ-১/২০০৩/২৬২(৫২৭২)

তারিখ ঃ ১৯-০৪-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ / ০৬-০১-১৪১০ বঙ্গাব্দ

প্রেরক ঃ এ.ওয়াই.বি.আই. সিদ্দিকী
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

প্রাপক ঃ (১) মেয়র
..... সিটি কর্পোরেশন।

(২) বিভাগীয় কমিশনার
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট।

(৩) জেলা প্রশাসক
.....।

(৪) চেয়ারম্যান/প্রশাসক
.....পৌরসভা
জেলা.....।

(৫) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
....., ...।

(৬) চেয়ারম্যান
.....ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা....., জেলা.....।

বিষয় ঃ **হস্তান্তরিত ফেরীঘাটের ইজারা ও ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভূত আয় বন্টন সম্পর্কে নীতিমালা।**

উপরোক্ত বিষয়ে ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল নির্দেশিকা বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিধানসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও অনুসরণের জন্য জারী করা হইল ঃ

১। **ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ**

সড়ক ও জনপথ বিভাগ, নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফেরীঘাট ব্যতীত হস্তান্তরিত ফেরীঘাটের ব্যবস্থাপনা ও ইজারা প্রদানের দায়িত্ব নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা অনুসারে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাইবে ঃ

(ক) (১) ফেরীঘাটের উভয় পাড় একই ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত এই ধরণের এক বা একাধিক ফেরীঘাটের ইজারা মূল্য (১৪০০ বাং সনের ইজারা মূল্যকে ভিত্তি ধরিয়া) সর্বমোট অনূর্ধ্ব ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকা হইলে সেই ফেরীঘাট/ঘাটগুলি উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ টেণ্ডার কমিটি

সর্বোচ্চ দরদাতার দরপত্র সুপারিশ/মতামতসহ অনুমোদনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষ সভায় উপস্থাপন করিবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের অনুমোদনক্রমে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করিবে। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞপ্তির কপি সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়সহ ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে। অন্যথায় টেন্ডার কার্যক্রম অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদ টেন্ডার কমিটি গঠন করিতে হইবে। কমিটির গঠন পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

(ক)	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	..	আহ্বায়ক
(খ)	ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য	..	সদস্য
(গ)	একজন সরকারী কর্মকর্তা (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	..	সদস্য
(ঘ)	ইউনিয়নস্থিত উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	..	সদস্য
(ঙ)	ইউনিয়ন তহশিলদার	..	সদস্য
(চ)	ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	..	সদস্য-সচিব

(২) একই ইউনিয়নে অবস্থিত ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকার উর্ধ্ব মূল্যের সকল ফেরীঘাটের ইজারা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক গৃহীত হইবে যাহা উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি কর্তৃক বিবেচনা ও অনুমোদনের পর ইজারা প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞপ্তির কপি জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, পৌরসভা কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে, অন্যথায় ইজারা কার্যক্রম অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) একই উপজেলার মধ্যে অবস্থিত আন্তঃইউনিয়ন ফেরীঘাট এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ফেরীঘাটসমূহ উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি অনুমোদনক্রমে নিম্নেবর্ণিত কমিটির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করিতে হইবে। কমিটির গঠন পদ্ধতি হইবে নিম্নরূপ ঃ

(১)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	..	আহ্বায়ক
(২)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	..	সদস্য-সচিব
(৩)	উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য	..	সদস্য

(গ) আন্তঃউপজেলা ফেরীঘাটসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দ্বারা গঠিত কমিটি কর্তৃক ইজারা প্রদান করিতে হইবে। এই কমিটির গঠন পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

(১)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	..	আহ্বায়ক
(২)	সচিব, জেলা পরিষদ	..	সদস্য
(৩)	সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহের উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ	..	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নসমূহের (ফেরীঘাটের পার্শ্বস্থিত) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দ	..	সদস্য
(৫)	এ ডি এল জি/আর ডি সি	..	সদস্য-সচিব

(ঘ) আন্তঃজেলা ফেরীঘাটসমূহ বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করিতে হইবে। কমিটির গঠন পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

(১)	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)	..	আহ্বায়ক
(২)	ডিডিএলজি	..	সদস্য-সচিব
(৩)	সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের এ ডি সি (সাধারণ/রাজস্ব) গণ	..	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহের উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ	..	সদস্য
(৫)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নসমূহের (ফেরীঘাটের পাড়স্থিত) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দ	..	সদস্য

(ঙ) অনুরূপভাবে আন্তঃবিভাগীয় ফেরীঘাট উভয় বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করিতে হইবে। এই কমিটির গঠন পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

(১)	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) (তুলনামূলক আয়তনে বৃহত্তর বিভাগের)	..	আহ্বায়ক
(২)	তুলনামূলক আয়তনে বৃহত্তর বিভাগের ডিডিএলজি	..	সদস্য-সচিব
(৩)	সংশ্লিষ্ট অপর বিভাগের ডিডিএলজি	..	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহের উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ	..	সদস্য
(৫)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নসমূহের (ফেরীঘাটের পাড়স্থিত) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দ	..	সদস্য

(চ) (১) কোন ফেরীঘাটের উভয় পাড় একই পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ভৌগোলিক সীমারেখার ভিতরে থাকিলে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন ঐ ফেরীঘাট নিম্নবর্ণিত কমিটির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করিবে ঃ

(ক)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে)/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (পৌরসভার ক্ষেত্রে)	..	আহ্বায়ক
(খ)	সচিব, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন	..	সদস্য-সচিব
(গ)	উভয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার	..	সদস্য
(ঘ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি), সংশ্লিষ্ট উপজেলা	..	সদস্য
(ঙ)	জেলা প্রশাসকের মনোনীত একজন কর্মকর্তা	..	সদস্য

যে সকল পৌরসভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাই, সে সকল ক্ষেত্রে পৌর চেয়ারম্যান/পৌর প্রশাসক আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) কোন ফেরীঘাটের একটি পাড় পৌরসভার এবং অপর পাড় সিটি কর্পোরেশনের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে থাকিলে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ঐ ফেরীঘাট নিম্নবর্ণিত কমিটির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করিতে হইবে ঃ

(ক)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	..	আহ্বায়ক
(খ)	পৌরসভা চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি	..	সদস্য
(গ)	সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার	..	সদস্য
(ঘ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি), সংশ্লিষ্ট উপজেলা	..	সদস্য
(ঙ)	সচিব, সিটি কর্পোরেশন	..	সদস্য-সচিব

(৩) ফেরীঘাটের একটি পাড় ইউনিয়নের সীমার মধ্যে এবং অপর পাড়টি পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের এলাকায় অবস্থিত হইলে সেই ফেরীঘাট নিম্নবর্ণিত কমিটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন ইজারা প্রদান করিবে ঃ

(ক)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে)/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (পৌরসভার ক্ষেত্রে)	.. আহ্বায়ক
(খ)	সচিব, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন	.. সদস্য-সচিব
(গ)	জেলা প্রশাসকের মনোনীত একজন কর্মকর্তা	.. সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)	.. সদস্য
(ঙ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান	.. সদস্য

যে সকল পৌরসভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাই, সে সকল ক্ষেত্রে পৌর চেয়ারম্যান/পৌর প্রশাসক আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ছ) একই জেলার মধ্যে অবস্থিত ফেরীঘাটের উভয় পাড় ভিন্ন ভিন্ন পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত নিম্নবর্ণিত কমিটি কর্তৃক ইজারা প্রদান করিতে হইবে ঃ

(১)	জেলা প্রশাসক	.. আহ্বায়ক
(২)	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি	.. সদস্য
(৩)	সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহের উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ/সহকারী কমিশনার (ভূমি)	.. সদস্য
(৪)	এডিএলজি	.. সদস্য-সচিব

(জ) আন্তঃউপজেলা, আন্তঃজেলা, আন্তঃবিভাগীয় ফেরীঘাট/ঘাটসমূহ ইজারা প্রদানের জন্য গঠিত প্রত্যেকটি কমিটিতে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

২। **ফেরীঘাট ইজারা পদ্ধতি ঃ**

(ক) (১) ফেরীঘাট বাংলা বৎসরের ভিত্তিতে (বৈশাখ-চৈত্র) ১ (এক) বৎসরের জন্য ইজারা প্রদান করিতে হইবে। কোন বৎসরের যাবতীয় ইজারা কার্যক্রম পূর্ববর্তী বৎসরের ২০শে চৈত্রের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে।

(২) সকল ফেরীঘাট সীল টেণ্ডার আহ্বানের মাধ্যমে এক বৎসরের জন্য ইজারা প্রদান করিতে হইবে। কোন ফেরীঘাটের বিগত ৩ (তিন) বৎসরের গড় আয় অথবা গত বৎসরের আয় যাহাই বেশী হইবে উহার উপর ১০% (দশ) ভাগ অতিরিক্ত ধরিয়া ঐ ফেরীঘাটের সম্ভাব্য ইজারা মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। আগ্রহী জন্মগত পেশাদার পাটনীগণকে ফেরীঘাট ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। পেশাদার পাটনী মাত্র একজন থাকিলে তাহার অনুকূলে সম্ভাব্য মূল্যে ফেরীঘাটটি ইজারা প্রদান করিতে হইবে। একাধিক পেশাদার পাটনীর ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে সীল টেণ্ডার আহ্বানপূর্বক প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর কমপক্ষে সম্ভাব্য মূল্যের সমপরিমাণ হইলে সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট ফেরীঘাট ইজারা প্রদান করিতে হইবে। একক বা একাধিক পেশাদার পাটনী উপরোক্ত পদ্ধতিতে ফেরীঘাট ইজারা গ্রহণে ইচ্ছুক না হইলে ফেরীঘাট ইজারা প্রদানের জন্য সর্বসাধারণের নিকট হইতে সীল টেণ্ডার আহ্বান করিতে হইবে। সেই ক্ষেত্রে পেশাদার পাটনীগণও অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন। সর্বোচ্চ দরদাতা একাধিক হইলে লটারীর মাধ্যমে তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে নির্বাচনপূর্বক তাহার অনুকূলে ফেরীঘাট ইজারা প্রদান করিতে হইবে।

(খ) ফেরীঘাটের সম্ভাব্য মূল্য কি হইবে, কোন সময়ের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে, তাহা বাংলা বৎসর শুরু হইবার ৩ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/জেলা প্রশাসক নির্ধারণ করিবেন ও কোন পর্যায়ে কোন ফেরীঘাটের নিলাম পরিচালনা হইবে উহার পূর্ণাংগ তালিকা প্রণয়ন করিবেন।

(গ) দরপত্র আহ্বানের জন্য নির্দিষ্ট দিনের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পোষ্ট অফিস, কমিউনিটি সেন্টার, হাট-বাজার, ফেরীঘাট, পুলিশ ষ্টেশন, সাব-রেজিষ্টার অফিস, তহশিল অফিস এবং উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সদর দপ্তরে অবস্থিত সকল অফিসে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি টাংগাইয়া প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও হাট-বাজারে মাইক, ঢোলসহরতের মাধ্যমে দরপত্র দাখিলের তারিখ ঘোষণার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বিগত বৎসরের ইজারাদারকে দরপত্র দাখিলের তারিখ সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

(ঘ) সরকারী ছুটির দিন বা সাধারণ ছুটির দিনে দরপত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

(ঙ) কোন বিশেষ কারণে যদি দরপত্র দাখিলের তারিখ পরিবর্তন করার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে তবে দরপত্র আহ্বানকারী কর্মকর্তা লিখিতভাবে দরপত্র গ্রহণের পরবর্তী তারিখ ও সময় ঘোষণা করিবেন।

(চ) প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর পূর্ববর্তী ৩ বৎসরের গড় মূল্য এবং সম্ভাব্য মূল্যের মধ্যে যাহা অধিক, তাহা অপেক্ষা যদি কম হয় তবে পুনরায় দরপত্র আহ্বানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ তিনবার দরপত্র আহ্বানের পরও যদি কাংক্ষিত মূল্য না পাওয়া যায়, তবে সংশ্লিষ্ট দরপত্র কমিটি বিষয়টি বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির অনুমোদনক্রমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এই ধরণের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(ছ) (১) দরপত্রের সহিত উদ্ধৃত দরের ২৫% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট-এর মাধ্যমে জামানতস্বরূপ জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) ইজারাদারের নিকট থেকে ইজারামূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট আদায় করিতে হইবে এবং আদায়কৃত অর্থ পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অবশ্যই ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অবশ্যই সমুদয় অর্থ একসাথে পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় জামানতস্বরূপ জমাকৃত অর্থ (ব্যাংক ড্রাফট) বাজেয়াপ্ত হইবে এবং দরপত্র বাতিলক্রমে যথাশীঘ্র সম্ভব পুনরায় দরপত্র আহ্বানের ব্যবস্থা নিতে হইবে।

(জ) গৃহীত দরপত্রের সম্পূর্ণ টাকা জমা দেওয়ার সংগে সংগে ফেরীঘাটের দখল সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল, ১৯৯১ এর নির্দিষ্ট ফরমে চুক্তিনামার মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে।

(ঝ) মনোনীত সংশ্লিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক ইজারার চুক্তি দলিলে স্বাক্ষর করিবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রিত ফেরীঘাটের ক্ষেত্রে তিনি দলিলে (ইজারার চুক্তি) স্বাক্ষর করিবেন।

(ঞ) ইজারা চুক্তি ইজারাদার কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

(ট) মোকদ্দমা/অন্য কোন প্রশাসনিক কারণে ইজারাদারের নিকট খেয়াঘাটের দখল প্রদানে বিলম্ব ঘটিলে সংশ্লিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক খাস আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন এবং ১লা বৈশাখ হইতে খেয়াঘাটের দখল প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালীন প্রাপ্ত আয় ইজারাদারকে প্রদান করিবেন। তবে এক্ষেত্রে ইজারা আদায়ের যৌক্তিক ব্যয় কমিটির অনুমোদনক্রমে আহ্বায়ক কর্তৃক কর্তনযোগ্য হইবে।

(ঠ) ইজারাদার কোনক্রমেই ইজারা প্রাপ্ত খেয়াঘাট অন্যের নিকট ইজারা বা বন্দোবস্ত দিতে পারিবেন না। যদি অনুরূপ কার্যকলাপ বা চুক্তিপত্রের কোন শর্তের লংঘন ঘটে তবে ইজারাদারের ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ও জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। তদুপরি ইজারাদার আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে। এই ক্ষেত্রে অবশিষ্ট সময়ের জন্য ঐ ফেরীঘাট পুনরায় যথাশীঘ্র ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(ড) ফেরীঘাটে যাত্রীদের চলাচলের জন্য উপযুক্ত নৌ-যান সরবরাহ ও উঠানামার জন্য ঘাট ইজারাদার নিজ খরচে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

৩। **টোল আদায়ের হার নির্ধারণ ঃ**

(ক) ফেরীঘাটের পারাপারের হার তথা টোল আদায়ের হার ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনাধীন ও উপজেলা পরিষদের আওতাভুক্ত ফেরীঘাটের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আন্তঃউপজেলা ফেরীঘাটের ক্ষেত্রে জেলা

প্রশাসক, পৌরসভা, আন্তঃজেলা/আন্তঃবিভাগীয় ফেরীঘাটের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার এবং সিটি কর্পোরেশন-এর ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নির্ধারণ করিবেন।

(খ) প্রতিটি ফেরীঘাটের উভয় পাড়ে মানুষসহ বিভিন্ন যানবাহন/মালামাল পারাপারের টোল আদায়ের হার ইজারাদার কর্তৃক প্রকাশ্যে টাংগাইয়া রাখিতে হইবে।

(গ) ফেরী পারাপারের অর্থ আদায় সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের করা যাইবে। কর্তৃপক্ষ যথাযথ তদন্ত অনুষ্ঠানের পর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই ধরণের অপরাধের জন্য ইজারাদারকে ইজারা মূল্যের এক দশমাংশ পর্যন্ত জরিমানা এবং সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে ইজারা বাতিল করা যাইবে। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানকারীর পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করা যাইবে এবং তাহার রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। **ইজারা প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ/আপীল নিষ্পত্তি ঃ**

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ইজারার বিরুদ্ধে দরপত্র অনুমোদনের পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করা যাইবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার অভিযোগ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় শুনানী গ্রহণপূর্বক তাহার রায় প্রদান করিবেন। এই রায় ঘোষণার পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের নিকট আপীল দায়ের করা যাইবে। জেলা প্রশাসক পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(খ) পৌরসভা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রদত্ত ইজারার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিলে তাহা দরপত্র অনুমোদনের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসকের নিকট পেশ করিতে হইবে। জেলা প্রশাসক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। এতদসংক্রান্ত আপীল বিভাগীয় কমিশনারের নিকট জেলা প্রশাসক কর্তৃক সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরবর্তী ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে দায়ের করা যাইবে। আপীল দায়ের-এর ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তিনি রায় দিবেন। বিভাগীয় কমিশনারের উক্ত রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) আন্তঃউপজেলা এবং আন্তঃজেলা ফেরীঘাট ইজারা প্রদানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা দরপত্র অনুমোদনের পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং তিনি অভিযোগ পাওয়ার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন। তাহার রায়ের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে আপীল দায়ের করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের রায় চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(ঘ) আন্তঃবিভাগীয় এবং সিটি কর্পোরেশন-এর ফেরীঘাটের ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে দরপত্র অনুমোদনের পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাহা স্থানীয় সরকার বিভাগে পেশ করিতে হইবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় তদন্ত/শুনানী গ্রহণপূর্বক যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। **ইজারালব্ধ আয় বন্টন ঃ**

(ক) ইজারা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হইতে দরপত্র আহ্বান সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(খ) সকল ক্ষেত্রে ইজারালব্ধ অর্থের ১% (শতকরা এক ভাগ) অর্থ সরকারের "৭-ভূমি রাজস্ব" খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে। ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত অর্থ জমা প্রদানপূর্বক চালানের এক কপি পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(গ) (১) অবশিষ্ট অর্থ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারা প্রদানকৃত ফেরীঘাটসমূহের অবশিষ্ট ইজারা মূল্য উপজেলা উন্নয়ন তহবিলে জমা হইবে।

(৩) যে সকল ইউনিয়নে শুধুমাত্র ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকার উর্ধ্ব মূল্যের এক বা একাধিক ফেরীঘাট রহিয়াছে, উপজেলা উন্নয়ন তহবিলে এই বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হইতে ঐ সকল ইউনিয়নকে সর্বাগ্রে ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকা করিয়া প্রদান করিতে হইবে।

(৪) যে সকল ইউনিয়নে ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) টাকার উর্ধ্ব মূল্যের ফেরীঘাট ছাড়াও নিজ ব্যবস্থাধীনে ২০,০০০ টাকার নিম্নে এক বা একাধিক ফেরীঘাট রহিয়াছে সেই সকল ইউনিয়নকে নিজস্ব আয় হিসাবে ২০,০০০ টাকা পূরণ করিতে যত টাকার প্রয়োজন, সেই পরিমাণ অর্থ উপজেলা উন্নয়ন তহবিল হইতে বরাদ্দ দিতে হইবে।

(৫) যে ইউনিয়নে কোন ফেরীঘাট নাই, সেই ইউনিয়নকে উপজেলা উন্নয়ন তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে ২০ (কুড়ি) হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) আন্তঃইউনিয়নে অবস্থিত একটি মাত্র ফেরীঘাটের ক্ষেত্রে ইজারালব্ধ অর্থ যদি অনধিক ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা হয় তবে উক্ত অর্থ উপজেলা সমন্বয় কমিটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিবে। ইজারালব্ধ অর্থ ৪০,০০০ টাকার উর্ধ্ব হইলে ৪০,০০০ টাকার অতিরিক্ত অর্থ উপজেলা উন্নয়ন তহবিলে জমা করিতে হইবে।

(৭) যদি উপজেলা উন্নয়ন তহবিলে জমাকৃত অর্থ পর্যাপ্ত না হয় তাহা হইলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি উক্ত অর্থ ফেরীঘাটবিহীন এবং স্বল্প আয়ের ফেরীঘাটবিশিষ্ট সকল ইউনিয়নের মধ্যে সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবে।

(ঘ) (১) আন্তঃউপজেলা, আন্তঃজেলা এবং আন্তঃবিভাগীয় ফেরীঘাটের ইজারালব্ধ অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা উন্নয়ন তহবিলে সমভাবে বন্টন করিতে হইবে।

(২) আন্তঃউপজেলা/আন্তঃজেলা/আন্তঃবিভাগ ফেরীঘাটের ক্ষেত্রে একটি পাড় পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনভূক্ত থাকিলে উহা প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী ইজারা প্রদান করে ইজারালব্ধ অর্থের অর্ধেক সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনকে এবং বাকী অর্ধেক সংশ্লিষ্ট উপজেলা উন্নয়ন তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং উভয় পাড় পৌরসভাভূক্ত হইলে অথবা একটি ফেরীঘাটের উভয় পাড় ভিন্ন ভিন্ন পৌরসভায় হইলে অথবা একটি পাড় পৌরসভায় এবং একটি পাড় সিটি কর্পোরেশনে পড়িলে ইজারালব্ধ অর্থ সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিতে হইবে।

(৩) উপরোক্ত (ঘ)(১) এ বর্ণিত নির্দেশিকার আলোকে প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি সকল ইউনিয়নের মধ্যে সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবে।

(ঙ) (১) যে সকল ফেরীঘাটের একপাড় পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভূক্ত, সেই সকল ফেরীঘাটের ইজারালব্ধ অর্থের অর্ধেক ফেরীঘাটের অপর পাড় সংযুক্ত উপজেলার উপজেলা উন্নয়ন তহবিলে পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপরে বর্ণিত (ঙ)(১) এর আলোকে প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (গ)(৩) অনুসরণপূর্বক সকল ইউনিয়নের মধ্যে সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবে।

৬। এই নির্দেশিকায় যাহাই বলা হউক না কেন, স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনবোধে ও জনস্বার্থে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

৭। উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় ফেরীঘাট ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ, ১৪১০ বাংলা সাল হইতে কার্যকর হইবে।

১১/৪/০৩

(এ.ওয়াই.বি.আই. সিদ্দিকী)
সচিব।

তারিখ ঃ ১৯-০৪-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ / ০৬-০১-১৪১০ বঙ্গাব্দ

স্মারক নং প্রজেই-২/ফ-১/২০০৩/২৬২/১(৫)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল ঃ—

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

৩। সচিব, অর্থ/ভূমি/পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিভাগ/মন্ত্রণালয়।

(মনোয়ার আহমেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৮২৮৯

তারিখ ঃ ১৯-০৪-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ / ০৬-০১-১৪১০ বঙ্গাব্দ

স্মারক নং প্রজেই-২/ফ-১/২০০৩/২৬২/১(৬০)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল ঃ—

১। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/পাস), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

২। মহা-পরিচালক, (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৩। মহা-পরিচালক, এনআইএলজি, ঢাকা।

৪। উপ-সচিব (সকল)/পরিচালক (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৫। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৬। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৭। উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৯। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

(মনোয়ার আহমেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাঃসঃমুঃ-২০০২/০৩-৫৫৯৭কম/এ(১২)-১০,০০০ বই, ২০০৩।